গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান   পরিদর্শনের তারিখ: ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ
পদবী: সহকারী পরিচালক

০১।	প্রকল্পের নাম	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনবার্সন প্রকল্প।		
০২।	বাস্তবায়ন সংস্থা	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ		
০৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়		
০৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:			
	মূল অনুমোদিত	:	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭		
০৫।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	মূল অনুমোদিত	:	৭৭২৪.৯০	৭৭২৪.৯০	-
০৬।	প্রকল্পের অবস্থান	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।		

০৭। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৭.১.১ বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বরেন্দ্র অঞ্চল ভূ-গঠন ও প্রাকৃতিক কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্বে এ অঞ্চলে বৃষ্টি নির্ভর একটি আমন ফসল আবাদ হতো বিধায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৯৭০-১৯৯১ পর্যন্ত ১৯২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠনের পর থেকে স্থাপিত নলকূপসমূহ বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। বিএডিসি কর্তৃত স্থাপিত এবং বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত এসব নলকূপের লাইফ টাইম ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত এসব নলকূপে বিভিন্ন সমস্যা যেমন:- ছাকনী ব্লক হওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাকনী নষ্ট হওয়ায় বালি-পাথর উঠার কারণে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকগণ দীর্ঘকাল ধরে এসব গভীর নলকূপ হতে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সুফল ভোগ করে আসছেন। গভীর নলকূপের চলমান সেচ ব্যবস্থাপনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে ইতোপূর্বে স্থাপিত ১৯২০টি গভীর নলকূপের মধ্য হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০০টি গভীর নলকূপ জরুরীভিত্তিতে পুনর্বাসনের জন্য দিকগুলো বিবেচনা করে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনবার্সন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.১.২ প্রকল্প কার্যক্রম: ৬০০টি পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে ১৮,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ব্যাহত রেখে প্রতি বছর প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তাকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.২। উদ্দেশ্য:

০১. পুরাতন গভীর নলকূপ পুর্নবাসন ৬০০টি;

০২. সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ৬০০ সেট;

০৩. ওয়াটার লেভেল ডাটা লগার ক্রয় ও স্থাপন ২৫ সেট;

০৪. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ-৪০০টি; এবং

০৫. ১০-কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ক্রয় ৪০০ সেট।

৮। প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পটির কোন বৈদেশিক সাহায্য নেই। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯। চলতি বছরের অগ্রগতি:

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে - ১,২০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০১৩.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৪৭.৮০ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত ব্যয়ের ৪৫.৯২%)।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন:

প্রকল্পটি ০৪/০২/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

১১। পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা):

আইএমইডির সহকারী পরিচালক মোঃ মাহবুব জামান খান কর্তৃক ২১-২৩/১০/২০১৫ তারিখে নিম্নলিখিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জেএল নং/ দাগ নং	মন্তব্য
১।	রাজশাহী	মোহনপুর	জাহানবাদ	মতিহার	১৬৬/১১৩৫	যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নলকূপটি চালু অবস্থায় দেখা গেল।
২।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	গোদাগাড়ী পৌরসভা	সরমংলা	১৮৭/১৮৮	নলকূপটি পুনঃখননসহ কমিশনিং হয়েছে। উত্তোলন কাজ বাকী আছে।
৩।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোবরাতলা	নাধাইকৃষ্ণপুর	১৫/১০৬২	যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নলকূপটি চালু অবস্থায় আছে।
৪।	নওগাঁ	পত্নীতলা	নজিপুর	নাদৌড়	২১১/৫৭৯	যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নলকূপটি চালু অবস্থায় আছে।
৫।	নওগাঁ	পত্নীতলা	দিবর	বাইরামপুর	৭৫/১৪১	নলকূপটির পুরাতন মালামাল উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

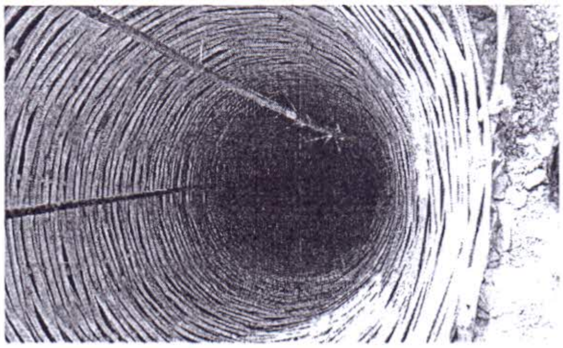
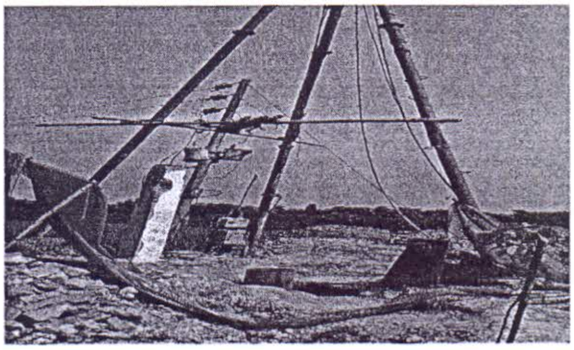

প্রকল্পের আওতায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনবার্সন

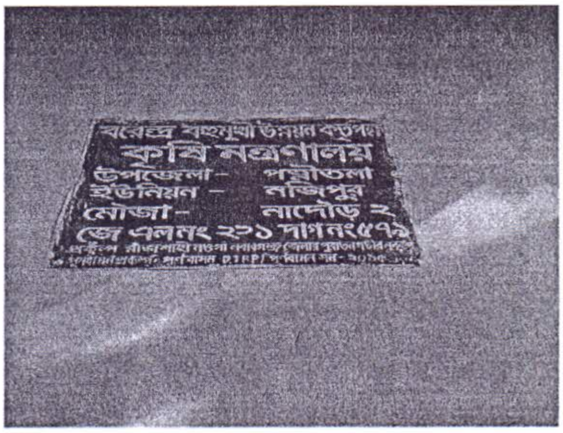

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাম্পঘর

** পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১২। পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা:

প্রযোজ্য নয় (প্রকল্পটি পূর্বে পরিদর্শিত হয়নি)।

১৩। পরিদর্শকৃত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

কম্পোনেন্টের নাম	মোট লক্ষ্য মাত্রা	জুন/২০১৫ পর্যমন্ত অগ্রগতি	চলতি বছরের		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
পুরাতন গভীর নলকূপ উত্তোলন, পুনঃখনন, কমিশনিং ও পাম্প হাউস নির্মাণ	৬০০ টি	১৮১ টি	১৮০ টি	২৫ টি (সেপেটম্বর/২০১৫ পর্যন্ত)	২০৬ টি

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

১৫। **প্রকল্পের অব্যয়িত সমর্পন:** প্রকল্পের বছর ভিত্তিক অর্থ ছাড় ও সমর্পিত অর্থ ফেরত সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ:-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়িত অর্থ	অর্থ সমর্পন	মন্তব্য
১।	২০১৩-১৪	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৬.৮৫	০.১৫	চালান নং-৪০; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৪
২।	২০১৪-১৫	২২৮৭.০০	২২৮৭.০০	২২৮৬.৪২	০.৫৮	চালান নং-১১৭৫; তারিখঃ ০৮/০৭/২০১৫
৩।	২০১৫-১৬	২৪০০.০০	৬০০.০০	৪৮৬.৮১	প্রয়োজ্য নয়	

১৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	অডিট সম্পন্ন হয়েছে কি না	আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
১।	২০১৩-১৪	অডিট হয়েছে	১	-	নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত
২।	২০১৪-১৫	অডিট এখনো হয়নি। সহসাই হবে।			

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৭.১ প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন উপজেলার গভীর নলকূপ উত্তোলন পূর্বক পুনঃখনন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনায় জানা যায় গভীর নলকূপসমূহ দীর্ঘ দিনের পুরাতন হওয়ায় নলকূপের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে ফিল্টার Clog হওয়ায় এবং ফিল্টার বা হাউজিং পাইপ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বালি পাথর নির্গত হয়ে নলকূপসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে চাষাবাদ ব্যহত হয়। প্রকল্পের আওতায় নলকূপসমূহ পুনর্বাসন পূর্বক চালু হওয়ায় কমান্ড এরিয়ায় ৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে;

১৭.২ প্রতিটি গভীর নলকূপের স্কীমে গড়ে প্রায় দুইশত বিঘা জমিতে (চাষাবাদ) সেচ দেয়া হয়। এসব গভীর নলকূপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রতি বছর অপারেটর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ের একশ্রেণির হোমড়া-চোমড়া প্রভাব বিস্তার করে অপারেটর নিয়োগের পর সেচ নিয়ে শুরু করে বাণিজ্য। তারা কৃষকদের জিম্মি করে সেচের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। এসব নিয়ে প্রতিবছরই কৃষকদের সঙ্গে অপারেটরদের বিরোধ এমনকি হামলা ও মামলা পর্যন্ত পৌছায়। বিনা পুঁজিতে অধিক মুনাফা হওয়ায় প্রতিবছরই অপারেটর নিয়োগ পেতে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা দেনদরবার শুরু করেন। এতে অপাটের নিয়োগ পেতে প্রকৃত কৃষকরা হয় বঞ্চিত, কর্তৃপক্ষও পড়েন বিপাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য এককভাবে নয় সমিতির মাধ্যমে গভীর নলকূপ পরিচালনা করার জন্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এসব কমিটি গভীর নলকূপ দেখভাল করবে, আর অপারেটর শুধু পরিচালনা করবে এবং প্রতিবছর রেজুলেশনের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসেব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করবেন। সমিতির মাধ্যমে গভীর নলকূপ পরিচালনা করায় এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

১৭.৪ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে নতুন কোন স্থানে বিএমডিএ কর্তৃক গভীর নলকূপ স্থাপন বন্ধ রয়েছে। এর পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং

১৭.৩ প্রকল্প এলাকার সকল স্থানে প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড নেই। এতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ সঠিকভাবে জানতে পারছেন না।

১৮। সুপারিশ:

১৮.১ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজ আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.২ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে ডিপিপির বছরভিত্তিক বরাদ্দ মোতাবেক এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অব্যয়িত অর্থ সমর্পন ও অডিট সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ এর বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে;

১৮.৪ প্রকল্প এলাকার সকল গভীর নলকূপ সমিতির মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ বিএমডিএ গ্রহণ করবে;

১৮.৫ প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সাইনবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৮.৬ প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বিএমডিএ'র অন্যান্য প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৮.৭ অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও গৃহীত ব্যবস্থাবলী আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ মাহ্বুব জামান খান)

সহকারী পরিচালক